কীর্তন-মালা

(দ্বিতীয় খণ্ডঃ রাসলীলা)

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী
কচুধরম,
চেংকুড়ি, শিলচর-৭৮৮০০৭

কীর্তন-মালা

(দ্বিতীয় খণ্ড ঃ রাসলীলা)

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

এবিপি

কচুধরম

চেংকুড়ি, শিলচর : ৭৮৮ ০০৭

Kirtan-Mala (Vol. 2)

By

Dr. Kali Prasad Sinha, M. A., Ph. D., D. Lit.

পইলা সংস্করণ ঃ

২২ ফাল্গুন, ১৩৯৪ সন

৬ মার্চ,১৯৮৮ ইং

প্রকাশনাত ঃ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী

কচুধরম,

পোঃ চেংকুড়ি, শিলচর-৭৮৮ ০০৭

জিঃ কাছাড়, আসাম

ছাপানিত ঃ

বিস্ময় প্রিণ্টার্স, হেদায়েৎপুর, গৌহাটী-৭৮১ ০০৩

দাম ঃ

রূপা ঃ ৮·০০

ভূমিকা

রাধাকৃষ্ণর দিব্যপ্রেমর লীলা গ্রাম্য পরিবেশর অসংস্কৃত ভাষালো বা মেইতেই-ঘেষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষালো প্রকাশ করানি কুনোমতেই সম্ভব নার। এ দিব্যলীলার রস-স্ফুর্তিরকা সংস্কৃত-ঘেষা ভাষার শরণ নেনা ছাড়া গত্যন্তর নেই।* অধুনা প্রচলিত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার রাসে অসংস্কৃত গ্রাম্য ভাষার, বারো মেইতেই শব্দর বাহুল্য থানাই রসাস্বাদনে দারুণ ব্যাঘাত ঘটের। উহানে, কীর্তন-মালার এ খণ্ডত সংস্কৃত-ঘেষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষালো রাসলীলা উপস্থাপিত করানির প্রয়াস করানি অইল। লগে সংস্কৃত, ব্রজবুলি বারো বাংলার উল্লেখযোগ্য এলা কতোহানো সন্নিবেশিত অইল। এ 'রাসলীলা'ই রসিকরে রস-আস্বাদনে সাহায্য করে পারলে আমার পরিশ্রম স্বার্থক অইতই।

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

---

*বিস্তৃত আলোচনারকা বর্তমান লেখকর 'প্রবন্ধ-মালা : পরিশিষ্ট-২' (আধুনিক রাস বারো কীর্তনর ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ) দ্রষ্টব্য।

॥ সূচীপত্র ॥

বন্দনা

১। গোবিন্দ-বন্দনা

শ্রীমন্নিজাভীষ্টদেব গোবিন্দ! ত্বৎপদারবিন্দ-রতি-মকরন্দ-পানানন্দিত-মত্ত-মধুকর—প্রোজায়মান-মানস—বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণাদি-প্রজা-প্রণয়-নিলয়মান—শ্রীপঞ্চমৃত—মণিপুর-মহারাজ—মহা-নরেন্দ্র-চক্রবর্তি—ভাগ্যচন্দ্র-মহারাজ-প্রকটিত-রাসলীলা-প্রচারেণ তব পাদ-পদ্মং ভজাম্যহম্।

২। গুরু-বন্দনা

গুরুদেব! করে দয়া দীনহীন মোরে।
ডুবিয়া থাইলু ভব অকূল সাগরে॥
ভবতাপে দিন মোর গেলগা বিফলে।
ভকতি নাহিল রাঙা কৃষ্ণপদতলে॥
গুরু! তি করুণানিধি পতিত-পাবন।
কোটি কল্পতরু জিঙে তোর শ্রীচরণ॥
কৃপাবিন্দু দিয়া মোরে এ ভব তরাদে।
রতিভক্তিহীন মোরে থদে রাঙাপদে॥

৩। বৈষ্ণব-বন্দনা

কৃতাঞ্জলি অয়া মি এ অকিঞ্চনে।
করুরি প্রণাম বৈষ্ণব-চরণে॥
বৈষ্ণব-হৃদিত সদাই প্রকাশ।
রাধাগোবিন্দর যুগল-বিলাস॥
কৃপাময় তুমি হে বৈষ্ণবজন।
দীনহীন মোরে দিয়ো কৃপাধন॥

অবতরণিকা

১। ব্রজ বৃন্দাবনে চিন্তামণি-ধামে
ব্রজগোপী-লগে দিবানিশি শ্যামে করের বিহার।

চারিবেদে যত রমণী ব্রজর
ঝলমল কতি মিঙালে, রূপর মাধুরী অপার ।।
পরশর কাজে যুগল-চরণ
আছে নঙে নঙে নিকুঞ্জর বন (কঙালা) মুকুলে মুকুলে ।
হেলে দুলে বৃন্দা- বন-ফুলবন
ফুলে ফুলে চেই দিতারা বরণ (যুগল) চরণর তলে ।।

২। কতি অপরূপ শোভা এরে ব্রজধাম ।
চারিবারা অছে রূপে রূপে অনুপম ।।
জুনাক-মিঙাল চেই পাতে পাতে ফুলে ।
ঝলমল ঝলমল রূপর মিঙালে ।।

৩। ফুলে ফুলে অপরূপ নব বৃন্দাবন ।
বহের মন্থর-গতি মলয়া পবন ।।
গাছে গাছে ডেঙে ডেঙে পঞ্চমর সুরে ।
কোকিল কোকিলী এলা দিতারা মধুরে ।।

৪। শ্রীবৃন্দা বিপিনে কতি অপরূপ
অছে আজি শরদর মেলা ।
কুহু কুহু রৌৰে পঞ্চমর সুরে
গাছে গাছে কোকিলর এলা ।।
মলয়া পবন বহের মন্থরে
ভ্রমরাই দিতারা গুঞ্জন ।
ময়ূর ময়ূরী পেখম মেলিয়া
করতারা মধুর নর্তন ।।

৫। (চেই) বৃন্দাবন-শোভা ।
অপরূপ রূপে অছে কতি মনোলোভা ।।
নিত্য নিত্য ব্রজভূমে ব্রজগোপী সঙ্গে ।
শ্রীরাধাগোবিন্দর লীলা অর রঙ্গে ।
নব জলধর যেন শ্যাম গিরিধর ।
ব্রজগোপীসঙ্গে রঙ্গে করের বিহার ।।
মধুর গুঞ্জন ধ্বনি দিতারা ভ্রমরে ।
কোকিলর কুহুতান পঞ্চমর সুরে ।।
সারিগামা পাধানিসা গীতসপ্তসুরে ।
(অর) নানা রাগ-রাগিণীর যন্ত্রর ঝঙ্কারে ।।

৬। মালতী মল্লিকা সুগন্ধি চন্দ্রিকা।
গোকুল বকুল আর শেফালিকা ॥
কামিনী কুসুম চাম্পা নাগেশ্বর।
কেৱাল কেতকী শিরীষ কেশর ॥
আছে শাতো শাতো বৃন্দাবন-বনে ।
সেবা পানা কাজে গোবিন্দ-চরণে ॥

৭। শীতল শ্রীবৃন্দাবনে মলয়-সমীরে।
শরদ সময়ে আজি বহের সুধীরে ॥
ভ্রমরে বহাছি মেলা মধুর গুঞ্জনে।
কোকিলে দিতারা এলা পঞ্চমর তানে ॥
ময়ুর ময়ুরী প্রেমে পুলকিত ইয়া।
নাচতারা বুলে বুলে পেখম মেলিয়া ॥

বৃন্দার নিকুঞ্জ-সাজন

১। আজি নিশি/রাতি সুখময় ব্রজ বৃন্দাবন।
প্রেমরসে কতি শোভা নিকুঞ্জর বন ॥
শ্রীনন্দনন্দন শ্যামে প্রেমর তরঙ্গে।
খেলতৈ মধুর খেলা ব্রজগোপীসঙ্গে ॥
মধুর শ্রীরাসলীলা দরশন-সালে।
পুলকিত বৃক্ষলতা কুসুমে মুকুলে ॥
এ মধুর বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে।
ভাবিরী চরণসেবা বৃন্দা মনে মনে।

২। বৃন্দাদেবী সাজেইরী আজি কুঞ্জবন।
রতন প্রদীপ আ'তে করিয়া যতন ॥
প্রেমে ভাবে ভাবে বৃন্দা রাতুল চরণ। (বৃন্দাদেবী)
করিরী গোবিন্দ কাজে সেবা আয়োজন ॥ (বৃন্দাদেবী)
গোবিন্দ আহিতৈ বুলে প্রদীপ সাজিরী।
অঞ্জলি বুজিয়া বৃন্দা ধূপ জ্বালেইরী ॥

৩। পুষ্প-মূলে-মূলে বৃন্দা দীপ সাজেইরী।
বৃক্ষমূলে চেয়া চেয়া ধূপ জ্বালেইরী ॥

শরদর এ যামিনী কতি ঝলমল।
বৃন্দাবনে চারিবেদে বিজুলি-মিঙাল ॥

৪। শ্রীবৃন্দা-বিপিনে আহিতই শ্যাম।
জপিরী অন্তরে বৃন্দা অবিরাম ॥
সাজেইরী বৃন্দা নুৱা নুৱা ফুলে।
নুৱা নুৱা পাতা তমালর ডালে ॥

৫। জাতি যূথী ফুল মাধবী মল্লিকা।
গোকুল বকুল আর শেফালিকা ॥
কামিনী কুসুম আর নাগেশ্বর।
ফামে ফামে আছে কতি মনোহর ॥ (কামিনী কুসুম)

৬। সুখদ কাননে শ্রীবৃন্দা-বিপিনে
নুৱা নুৱা গাছ নবীন বরণে ॥
কতি অপরূপ মুকুলে মুকুলে।
গন্ধে আমোদিত অছে ফুলে ফুলে ॥ (কতি অপরূপ)
কালিন্দী যমুনা পুলিনর বনে।
নবীন তমাল নবীন কাননে ॥
দশদিক অছে কতি অনুপম।
চিন্তামণিময় বৃন্দাবন ধাম ॥
নুৱা তমালর ডালে শুকশারী।
ফুল গাছে গাছে ভ্রমর-ভ্রমরী ॥
আম্র ডালে ডালে কুহু কুহু তানে।
কোকিলে মগন রূপগুণ গানে ॥

৭। জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ- রাতুল চরণ ॥
যমুনা পুলিনে কত তুলসী-কানন।
সরোবর গিরিরাজ গিরি গোবর্ধন ॥
গাছে গাছে ফুলপাতা নবীন বরণ।
শাতছে পানার কাজে কৃষ্ণ-দরশন ॥
কোকিলর কুহুরব ভ্রমর-গুঞ্জন।
কৃষ্ণ গুণগানে হাবি অছিহে মগন ॥

৮। আতর গোলাপ আর সুগন্ধি চন্দন।
অগুরু কস্তুরী বৃন্দা দিরী ঘন ঘন ॥

শ্রীরাধা-শ্রীগোবিন্দর রাসলীলা কাজে।
শ্রীবৃন্দা সাজিয়া দিলো নুৱা নুৱা সাজে ॥

৯। সাজেইরী বৃন্দাবন বনদেবী বৃন্দে।
গোবিন্দ আহিতৈ বুলে কতিয়ো আনন্দে ॥
বনে বনে ফুল তুলে করিয়া যতন।
কৃষ্ণ-অভিসার পথ করিরী সাজন ॥
কৃষ্ণর রাতুল পদ ভাবিয়া ভাবিয়া।
কঙালা কঙালা ফুলে থদিরী সাজিয়া ॥
প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দ আহিতৈ বুলিয়া ॥

১০। (মি) কৃষ্ণপ্রেমে কাঙালিনী।
বৃন্দাবনে কুঞ্জ- সেবা ভিখারিণী ॥
এ সুখর নিশি/রাতি যমুনা-পুলিনে।
শ্রীরাসমণ্ডলে নিকুঞ্জ-কাননে ॥
(আজি) যুগল মাধুরী পেয়া দরশন।
(যুগল চরণ করিয়া সেবন।)
সফল করতৌ মোর এ নয়ন ॥

শ্রীকৃষ্ণ-অভিসার

১। আজিহে নাগর শ্যাম রাধাপ্রেমরসে।
যমুনা পুলিনে রাস- লীলা-অভিলাসে ॥
গুরুজন পরিজন ঘুমিলা জানিয়া।
পিয়ারীমোহন বেশে সাজের উঠিয়া ॥
খঞ্জন-নয়নী রাই কমল-বদনী।
ভাবে ভাবে সাজেরহে শ্যাম ব্রজমণি ॥
যুবতীমোহন বেশে করিয়া সাজন।
সম্মোহিনী বংশিকা করিয়া ধারণ ॥
শয়নর মন্দিরেতো নিকুলিয়া ধীরে।
চলিল যমুনাতীর- পথে অভিসারে ॥

২। বৃন্দাবন বন মাজে থারগা মন্থরে।
ব্রজরাজ নন্দসুত রসিকশেখরে ॥

কঙালা রাঙিলা পদে নূপুর বাজের।
(ঝিকঝা) ঝনন ঝনন ঝন ঘুঙুর রহের ॥
মধুর চরণ-গতি শ্রীঅঙ্গ-চালন।
কিনি কিনি দের ধ্বনি কিঙ্কিনী কঙ্কন ॥
কটিতটে পীতাম্বর অছেতা উজল।
ময়ূর-পাখর চূড়া শিরে ঝলমল ॥

৩। নিরমল পূর্ণচন্দ্র শ্রীবসন্ত/শরদ যামিনী।
অভিসারে চলে শ্যাম ভাবে রাধারাণী ॥
মনোহর বনশোভা মধুময় যামিনী।
মনহি জাগয়ে তাহে রাইরূপ লাবণী ॥
বিকশিত সুকুসুমে মধুকর নিকরে।
গুণগুণ গুণগুণ গুণগুণ গুঞ্জরে ॥
সহকার শাখে শাখে সহচর কুহরে।
মৃদুল মলয়ানিলে মাধবিকা শিহরে ॥

৪। কুঞ্জপথে অভিসারে চলেছে কুঞ্জরাজ শ্যাম।
হেলে দুলে নাচে নাচে জপে জপে রাধা-নাম ॥
রুণুঝুনু রুণুঝুনু নূপুরর তালে।
ময়ূর ময়ূরী নাচ- তারা বুলে বুলে ॥
সরোবরে রাজহংস পাহুরিয়া খেলা।
নাচতারা নূপুরর তালে তাল মিলা ॥
আম্রডালে ডালে অর কোকিলর এলা।
বনে বনে অছে আজি ফুলে ফুলে মেলা ॥
অঙ্গ-গন্ধে অলিকুল অইলা বিভোলা।
শ্যামলগে লগে অছি ফুল বেলা বেলা ॥
ভ্রমরার পুঞ্জ চেয়া শ্যাম নটবরে।
লম্ফে ঝম্ফে রুণুঝুনু চার ফিরে ফিরে ॥

৫। নব বৃন্দাবনে নবীন নাগরে।
থমকে থমকে চলের মন্থরে ॥
ইমা নন্দরাণী উঠিব বুলিয়া।
(ব্রজরাজ নন্দ উঠিব বুলিয়া।)
ধীরে ধীরে চার ফিরিয়া ফিরিয়া ॥
গিয়া গিয়া পুনঃ চেয়া চেয়া থার।
চকিত নয়ানে চারিদিকে চার ॥

৬। শ্যাম সুনাগর রসিকশেখর
পুলিন-বিপিনে চলের।
কিনি কিনি কিনি কিঙ্কিনী রহের,
ঝনন ঝনন নূপুর বাজের,
কাকালিত পীত বসন শোভিত,
বনমালা কণ্ঠে দুলের।
কানে মণিময় কুণ্ডল চঞ্চল,
শিরে শিখি-পাখা অছে ঝলমল,
কপালে চন্দন মণিত কঙ্কন,
মুরলী আ'তে বিরাজের ॥

৭। তাত ধিন দ্রিগ থেই ঝনন ঝনন
(ঝন) নূপুর রহের।
চরণর তালে তালে, কাকেয়ে কাকেয়ে,
ঘুঙুর বাজের ॥

৮। ঝন ঝন ঝন ঝনন ননন।
চরণে নূপুর করের রাজন ॥
শ্রীনন্দ-নন্দন মুরলী-বদন।
রসরাজ মূর্তি করেছে ধারণ ॥
নীলকান্ত মণি জিভিয়া বরণ।
কোটি কাম জিতে মদনমোহন ॥

৯। রুণু ঝুনু ঝুনু বাজের নূপুর।
চরণর তালে রহের মধুর ॥
কত জনমর কতিবা সাধনে।
মধুর পরশ পেয়া শ্রীচরণে ॥

১০। নাচে নাচে নন্দ- দুলাল যারগা
রুণু ঝুনু ঝুনু তালে।
বন-পথ ধরে যমুনা-পুলিনে
রাধাভাবে হেলে দুলে ॥
চরণে নূপুর পীতাম্বর-ধর
মোহন বাশী অধরে।
চন্দন-চর্চিত নীল কলেবর
অপরূপ রূপ ধরে ॥

১১। ঝন ঝন রাঙা পদে নূপুর বাজের।
রুণু ঝুনু ঝুনু রৌরে মদন জাগের।।
নঙে নঙে তরুলতা আছে বনে বনে।
গোবিন্দ আহের বুলে আনন্দিত মনে।।

১২। (কিবা) ঝন ঝন পদযুগে নূপুর রহের।
রুণু রুণু রুণু রুণু ঝুনুরু বাজের।।
ঝন ঝন রাঙা পদে নূপুর বাজের।
রুণু রুণু ঝুনু রৌরে মদন জাগের।।
ঝন ঝন ঝন ঝন বাজের ঘুঙুর।
ঝনন ঝনন ঝন কতিয়ো মধুর।।

১৩। চরণ-কমলে হুনার নূপুর ঝুনুরু রহের।
(যেন) কাকেয়ে কাকেয়ে রাঙিলা থাম্পাল জড়িয়া পড়ের।।
(যে) দুর্লভ চরণ কতো যোগীঋষির ধ্যানে নামিলের।
নিতি নিতি ব্রজে ওরাঙা চরণ বিরাজ করের।।

১৪। বন-পথে অভিসারে পেইলো নিকুঞ্জ বন।
নটবর নন্দলাল আহিল পুলিন বন।।
মধুর মুরলী-রন্ধ্রে বাজার মধুর সুর।
আঙ্গুলি-চালনে নব শ্যাম রসিকশেখর।।

১৫। ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে য়োগমায়ামুপাশ্রিতঃ।।
দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনং চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।।
(শ্রীমদভাগবত)

বংশী-অনুরাগ

১। মধুর মুরলী-ধ্বনি যমুনা-পুলিনে।
বৃন্দাবন পুলকিত মুরলীর তানে।।
মিশে আছে বাঁশীসুরে কোকিল-কূজন।
বনফুল-মধুগন্ধ ভ্রমর-গুঞ্জন।।

হরিয়া নিলগা মন জীবন যৌবন।
কুল মান লাজ ডর দিলু বিসর্জন॥

২। মুরলী বাজার শামে যমুনা পুলিনে।
শ্যামনাগরে বাজার বাশী,
হুনিয়া মন অর উদাসী,
ধৈরজ নেয়োর কুল- নারীর পরাণে॥

৩। বংশী বাজের চেই নিকুঞ্জ-কাননে।
রাধা রাধা রাধা নাম,
দের সুরে অবিরাম,
কুঞ্জবন বাহুরেয়া মধুরস তানে॥

৪। শ্যাম নটবরে রাধা ছাড়া আর নাঙতে নাজানে।
নাদের বিরাম রাধা রাধা নাম মুরলীর তানে।
কুলবতী চিতচোরা, ব্রজগোপী মনোহরা,
মুরলীর এলা সদা দের জ্বালা রাধার-পরাণে।
কুল মানে দিলু কালি, লাজে দিলু জলাঞ্জলি,
অয়া গৃহবাসী অইলু উদাসী মুরলী-কারণে।
হুনিয়া মুরলী-এলা, বিশ্ব অছে বিভোলা,
যমুনা উজেয়া যারগা বহিয়া শ্যামর চরণে।

৫। (ও) বাজের শ্যামর বাশী যমুনা-পুলিনে।
রাধা রাধা রাধা বুলে ডাহের সঘনে॥
শ্যাম নাগরর মধু মুরলীর গান।
হরিয়া নেরগা হাবি জাতি কুল মান॥
ধৈরজ না ধরের এ অবলা–পরাণে।
সপিলু যৌবন-ধন শ্যামর চরণে॥

৬। শ্যাম নাগরর মুরলীর গান।
হরিয়া নিলোগা অবলার প্রাণ।
কতিয়ো মধুর শ্যাম তোর বাশী।
কুলবতী–মন করের উদাসী।
(দিলু) কুলে জলাঞ্জলি মুরলী-কারণে।
মনপ্রাণ দিলু শ্যামর চরণে॥

গোপী-অভিসার

১। (রাই) শিথিল বসনে শিথিল ভূষণে অছে উন্মাদিনী।
ভানুর নন্দিনী প্রেম-স্বরূপিণী ভাবে বাহুলিনী।।
ক্ষণে ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গজগতি ক্ষণে।
দিকবিদিকর জ্ঞানহারা ধনি চলেছে বিপিনে।।

২। যেইরীগা ভানুর নন্দিনী।
শ্রীগোবিন্দপ্রেমে অয়া বাহুলিনী।।
থরথর দেহে শ্রীগোবিন্দ–নাম।
জপে জপে রাই মুখে অবিরাম।।
কতি দূরে আছে শ্রীনন্দ–নন্দন।
মাতিরী পিয়ারী চকিত-নয়ন।।
কৃষ্ণপ্রেম-ভরে চলে নুরারিরী।
প্রাণনাথ-নাম অন্তরে জপিরী।।

৩। রুণু রুণু রুণু বাজের নূপুর।
কঙ্কন কিঙ্কিনী রহের মধুর।।
কানে মণিময় মকর কুণ্ডল।
জুনাক-মিঙালে অছে ঝলমল।।
কৃষ্ণপ্রেমরসে অয়া বাহুলিনী।
যিতারাগা কুঞ্জে ব্রজর গোপিনী।।

৪। রুণু রুণু রুণু রুণু রুণু ঝুনু বাজত
কঙ্কন কিঙ্কিনী নাদ।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি তাতাথেই তাতাথেই
থমকি থমকি চললিনী।
তা লিনি লিনি লিনি সুললিত তান
গান করত সঙ্গিনী।
পদের চালনা অঙ্গের ভঙ্গিমা
সোনার কুণ্ডল কর্ণে ঝলঙ্কৃত।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেম–তরঙ্গিনী
খঞ্জন-গতি জিনি চললী নিকুঞ্জে।

৫। (ধনি ধনি) রাধা পিয়ারী
চলিরী মন্থরে ব্রজনারী লগে
যেমন হুনার বিজুরি
তমাল দেহিয়া শ্যামে মনে অয়া
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম জপিরী
কাকেয়ে কাকেয়ে থর থর দেহে
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িরী
দক্ষিণে ললিতা বাঙেদে বিশাখা
চারিবেদে গোপী বেড়িয়া
কৃষ্ণনাম গুণ করতারা গান
হাবিয়ে যতন করিয়া

৬। মেইরীগা রাই কুঞ্জবনে।
পরাণ-গোবিন্দ শ্যাম দরশনে ॥
উন্মাদিনী রাধা আহিগি জিপেয়া।
মাতিরী 'হা কৃষ্ণ গোবিন্দ' বুলিয়া ॥
প্রাণনাথ কৃষ্ণনাম জপিয়া জপিয়া।
সখি-অঙ্গে বিনোদিনী পড়িরী ঢলিয়া ॥
হুনার চরণে হুনার নূপুর
রুণু রুণু ঝুনু ঝুনুরু করের
মকর কুণ্ডল কানে ঝলমল
কঙ্কন কিঙ্কিনী মধুর রহের
মধু পিঙ পিঙ বুলে মত্ত মধুকরে
আহিতারা পুঞ্জে পুঞ্জে রাধার অধরে
ভ্রমরা দেহিয়া চকিতা রাধিকা
থম থম থম শ্রীপদে চলিরী
সখির হাদিত লুকেয়া রাধিকা
বদন-কমল অঞ্চলে ঝাপিরী

৭। চলেছে গজ-গামিনী যমুনা-পুলিনে।
থমকে থমকে ধনি চঞ্চল নয়নে ॥
রাইর অঙ্গর গন্ধে কুঞ্জর ভ্রমরা।
মধু পিঙ পিঙ বুলে গুঞ্জন দিতারা ॥
রাইর রূপর লোভে ময়ূরে বেড়িয়া।
নাচতারা বুলে বুলে পেখম মেলিয়া ॥

৮। বিপিনর পথে যেইরীগা ধনি
ভানুসুতা প্রেম-স্বরূপিণী।
নিকুঞ্জ-কাননে কৃষ্ণ-দরশনে
কৃষ্ণপ্রেমে অম্না পাগলিনী ।।
ললিতা বিশাখা চম্পকলতিকা
লগে আর যত গোৱালিনী।
তারকার বুকে পূর্ণিমার চান
অছে যেন রাই বিনোদিনী ।।

৯। ঝন ঝন নন নূপুর বাজের।
কঙ্কন কিঙ্কিনী মধুর রহের ।।
ভ্রমরা ভ্রমরী মধু পিয়া পিয়া দিতারা গুঞ্জন।
ময়ূরা ময়ূরী পেখম মেলিয়া দিতারা নর্তন ।।

১০। মণি মকর কুণ্ডল।
(দ্বিয়ো) গণ্ডস্থলে ঝলমল ।।
রুণু রুণু রুণু নূপুর বাজের।
কিনি কিনি কিনি কিঙ্কিনী রহের ।। (মণি)
শ্রীঅঙ্গে রাধার নীলুৱা বসন।
হনার শ্রীআতে হনার কঙ্কন ।।
উচ পীন বুকে মণিময় হার।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে বিজুরি খেলার ।।

১১। হনার চম্পক রাই বিনোদিনী
বিপিনে করিরী গমন।
মধুলোভে আহি- তারা মধুকৰ
গুণ গুণ দিয়া গুঞ্জন ।।
রাই বিনোদিনী অইয়া চকিত
অঞ্চলে ঝাপিরী বদন।
চারিয়-বারাদে সখিয়ে বেড়িয়া
দিতারা চামরে ব্যজন ।।

১২। রাই বিনোদিনী লগে ব্রজর রমণী।
আহিলা যে কুঞ্জবনে আছে ব্রজমণি ।।
আনন্দে মগন রাই কৃষ্ণ দরশনে।
ব্রজনারী আনন্দিত যুগল-মিলনে ।।

মণ্ডলী-সাজন

১। স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিৎ ব্রূতাগমন-কারণম্ ।।
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা ।
প্রতিয়াত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ।।

২। (বলি) ঃ হুনো হুনো ব্রজনারী এ মোর বচন ।
না বজিলু কিয়াকা এ বনে আগমন ।।
ঘোর রজনীর কালে ভয়ঙ্কর বনে ।
মাতো মাতো আহেছোতা তুমি কি কারণে ।।

৩। (বলি) ঃ হুনে প্রাণনাথ আমার বচন ।
তোর মুরলীর সুরে থানা নুবারিয়া ঘরে
আহেছিতা এ ঘোর কানন ।।
শারদ-পূর্ণিমা-কালে রাসানন্দ দিতৌ বুলে
দিয়াছিলে কথা তি আমারে ।
ও বাঞ্ছা পুরানি কাজে আহেছি এ বনমাজে
আশা পুরাদেনে কৃপা করে ।।

৪। (বলি) : হুনো হুনো প্রাণসখি ! শাস্ত্রর বচন ।
অছে অনুচিত অতি এরে আচরণ ।।
কুলর নারীর ধর্ম পতির সেবন ।
পরপুরুষর সেবা অধর্ম-কারণ ।।
এ কারণে মাতুরি মি যেইগা ফিরিয়া ।
কুলধর্ম রক্ষা করো অধর্ম ত্যজিয়া ।।

৫। (বলি) ঃ আমার বচন হুনে ব্রজকুলমণি !
পতিসেবা নারীধর্ম আমি হাবি জানি ।।
কিন্তু প্রাণনাথ তিহে জগতর পতি ।
তোর সেবা পতি সেবা তি হাবির গতি ।।
আত্তমার আত্তমা তি প্রাণর তি প্রাণ ।
আত্মরতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম শাস্ত্রর প্রমাণ ।।
অতএব প্রাণনাথ নাকরি নিরাশা ।
প্রেমসেবা দিয়া আজি পুরাদেহে আশা ।।

৬। এ যুগল-সঙ্গে রাস এ আমার অভিলাস
করুণা করিয়া নাথ! আশা পুরাদেনে।
বারে বারে নিবেদন হে গোপীর পঞ্চপ্রাণ!
বাধিয়া চরণে থদে জীবনে মরণে।
প্রাণনাথ (গোপীর) প্রাণধন (আমি) করেছিহে সমর্পণ
পঞ্চপ্রাণ-পুষ্পাঞ্জলি রাতুল চরণে।

৭। **(বলি)**: নাগেশ্বর জাতি যূথী মালতী মল্লিকা।
শেফালী কেতকী আর গোকুল চন্দ্রিকা॥
বিবিধ ফুলর মালা যতনে গিথিয়া।
দ্বিয়োগির অংগে দিলা রূপ চেয়া চেয়া॥

৮। চেই সখি রাধাশ্যাম দ্বিয়ো রূপ।
শ্যাম বুকে বনমালা, রাই বুকে মতিমালা,
ঝলমল ঝলমল অপরূপ।
শ্যাম নুব্রা মেঘমালা, রাই কেতকী কণ্ডালা,
মধুর মধুর অতি সুমধুর।
শ্যামর চূড়া উজল, রাইর বেণী চঞ্চল,
মনোহর আহা কতি মনোহর

৯। গোপীর করুণ—বাণী,
হুনে শ্যাম ব্রজমণি,
রাসলীলা আরম্ভিল মণ্ডলী সাজেয়া।
ব্রজর রমণী লগে নর্তন রচিয়া॥

১০। মণ্ডলী রচিয়া ব্রজ-রমণীর (অর) শ্রীরাস-নর্তন।
(লগে) রাধিকা পিয়ারী শ্যাম গিরিধারী মদনমোহন॥
শারদ আকাশে পূর্ণিমার চান (যেমন) তারাই বেড়ার।
মেঘালার বুকে হনার বরণে বিজুরি খেলার॥

১১। সখিয়ে মণ্ডলী করে। নানা যন্ত্র আ'তে ধরে॥
ব্রজর রাসমণ্ডলে। নাচতারা তালে তালে॥

১২। (শ্রী) রাসেশ্বরী—সঙ্গে শ্যাম ব্রজমণি।
মণ্ডলী রচেছি ব্রজর গোপিনী॥
সময় জানিয়া শ্রীবৃন্দা যতনে
আনেদিল যন্ত্র সেবার কারণে

বাজের মৃদঙ্গ আর বেণু বীণা।
তানা রিনা নানা তাথা নানা নানা ।।
ললিতা বিশাখা চম্পকলতিকা।
তুঙ্গবিদ্যা-আদি ব্রজর গোপিকা ।।
যন্ত্রর ঝঙ্কার কতিয়ো মধুর।
ছয়ত্রিশ রাগ আর সপ্তসুর ।।

১৩। বীণা আদি যন্ত্র হাবি আনেদিলো বৃন্দাদেবী
বৃন্দাবনে সেবার কাজে।
সখিয়ে মণ্ডলী করে, নাচতারা যন্ত্র ধরে,
(কতি) শোভা রাস-মণ্ডল মাজে।

বৃন্দাবন বর্ণন

১। চেই সখি কিবা শোভা বৃন্দাবনে
আজি বসন্তর/শরদর নিশি।
নব নব গোপী- মাজে নব রূপে
রাধা-কানু বিরাজেছি ।।
(কিবা শোভা বৃন্দাবনে)

২। অপরূপ চেই বসন্ত/শরদ সময়ে
কিবা শোভা বৃন্দাবনে।
কোকিল কোকিলী কুহু কুহু এলা
দিতারা পঞ্চম তানে ।।
গাছে গাছে ফুল কণ্ডালা মুকুল
চারিবারা আমোদিত।
ভ্রমর ভ্রমরী মধুর গুঞ্জনে
ফুল-রস-পানে মত্ত ।।

৩। শরদ/বসন্ত আহিল বৃন্দাবনে
গাছে গাছে নানা ফুল নুৱা কণ্ডালা মুকুল,
নুৱা নুৱা পাতা বনে বনে।
কণ্ডালা রাধা পিয়ারী কণ্ডালা শ্রীগিরিধারী
অতি অনুপম রূপে গুণে।

৪। কোকিলে পঞ্চম সুরে। দিতারা এলা মধুরে ॥
ভ্রমরার পাল পাল। দিতারা নূপুর তাল ॥
হংসরাজ চলের ধীরে। করতাল তাল ধরে ॥
ময়ূরিনী ঘিরে ঘিরে/বেড়ে বেড়ে। নাচের মত্ত ময়ূরে ॥

৫। নুৱা বসন্ত সময়ে নুৱা মলয় সমীরে।
রাধা-শ্যাম সুখ কাজে বহের হে ধীরে ধীরে ॥
নাচের তমাল তাল আর বৃক্ষ লতা যত।
দুলের ফুলর বন দশদিক আমোদিত ॥

৬। ৱিহরতি হরিরিহ সরসৱসন্তে।
নৃত্যতি যুৱতি-জনেন সমং সখি
ৱিরহি জনস্য দুরন্তে।
উন্মদ-মদন-মনোরথ— পথিক-ৱধূজন--জনিতৱিলাপে
অলিকুল সঙ্কুল কুসুমসমূহ— নিরাকুল-ৱকুল-কলাপে।
মৃগমদসৌরভ-রভস-ৱশংৱদ— নৱদল-মাল-তমালে।
যুৱজন-হৃদয়-ৱিদারণ মনসিজ— নখরুচি কিংশুকজালে।

৭। তাল তমালাদি বৃক্ষ সারি সারি।
বৃন্দাবনে বনে বনে কতি মনোহারি ॥
নাগেশ্বর কৃষ্ণচূড়া গোকুল বকুল।
রাধাচূড়া-চাম্পা-আদি নানা বৃক্ষফুল ॥
কামিনী কেতকী ভূমি- চাম্পা মাধবিকা।
মালতী অপরাজিতা আর শেফালিকা ॥
ক্ষামে ক্ষামে শাতো আছে নানা জাত ফুল।
গাছে গাছে ডালে ডালে কঙালা মুকুল ॥

৮। শারদ/বসন্ত পূর্ণিমা রাতি ঝলমল বৃন্দাবন।
রূপে রূপে অছে মেলা যমুনা-পুলিন-বন ॥
কোটি চন্দ্র-জিঙে শোভা অছে বদন-যুগল।
চারিদিকে ব্রজগোপী অছি তারার মণ্ডল ॥
ফুলে ফুলে গন্ধে গন্ধে আমোদিত কুঞ্জবন।
নব নব রূপে আজি ঝলমল বৃন্দাবন ॥

৯। মধুর শ্রীবৃন্দাবনে কঙালা কঙালা পাতা।
শ্রীরাসমণ্ডলী-মাজে নানা ফুল-বৃক্ষ-লতা ॥

গাছে গাছে ফুল-কুড়ি আর কণ্ডালা মুকুল।
জুনাক-মিঙাল অছে পাতে পাতে ঝলমল॥
তমাল বকুল গাছ আর কদম্বর সারি।
গোকুল চম্পক ফুল কতি আহা বলিহারি॥
কানু নীলমণি শ্যাম শ্রীরাধিকা অনুপমা।
তারার মণ্ডল মাজে যেন যুগল পূর্ণিমা॥

১০। মধুর দিতারা এলা ভ্রমরে আর কোকিলে।
বনতরুলতা বনফুলপাতা নাচতারা হেলে দুলে॥
ভ্রমর-গুঞ্জনে কোকিলর তানে আহের মধুর সুর।
পেখম মেলিয়া বুলিয়া বুলিয়া নর্তনে মত্ত ময়ূর।

১১। অপরূপ রূপে কতি নব বৃন্দাবন।
শ্রীরাধা মাধব দ্ব্যগি আনন্দে মগন॥
নাচতারা বুলে বুলে ময়ূরা-ময়ূরী।
যুগল-রূপর গানে মত্ত শুক-শারী॥

১২। শীতল শ্রীবৃন্দাবনে
মধুর মধুর অতি সুমধুর
শাতছে কুসুম বিপিনে।
মালতী মল্লিকা যুথী, মাধবী কামিনী জাতি,
শারদ/বসন্ত যামিনী কতি আমোদিত
শীতল যমুনা-পুলিনে

১৩। কি মধুর বৃন্দাবন।
ফুলে ফুলে অপরূপ যমুনা-পুলিন-বন।
আম্রডালে ডালে বয়া কোকিলে পঞ্চম সুরে।
কুহু কুহু কুহু ধ্বনি ধরেছি কতি মধুরে॥
বুলে বুলে নাচে নাচে মত্ত ময়ূরা ময়ূরী।
ভ্রমর-গুঞ্জন-ধ্বনি আহা কতি বলিহারি॥

১৪। মধুর শ্রীবৃন্দাবন, মধুর পুলিন-বন।
করের শ্রীরাসলীলা শ্যাম মদন মোহন॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি করতাবা ধ্যান যার।
(তার) ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা করের নিতি বিহার॥

১৫। চেইঙা সখি! শ্রী- বসন্তর শোভা।
বৃন্দাবন-বন কতি মনোলোভা॥

কোকিল কোকিলে পঞ্চমর সুরে।
কুহু কুহু ধ্বনি দিতারা মধুরে ।।
ফুল বেড়ে বেড়ে গুন গুন করে।
মধুর গুঞ্জন দিতারা ভ্রমরে ।।

১৬। আরত-রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত ।।
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধার।
মদনমহোৎসব পিককুল রার ।। (জ্ঞানদাস)

মণ্ডলী-নর্তন

১। শ্রীরাধা শ্রীগোবিন্দ উদয় যুগল চান্দ
তারার মণ্ডলে যেন।
রাসেশ্বরী সঙ্গে করে করের শ্যাম নাগরে
রাসরস-আস্বাদন ।।

২। শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি প্রিয় সখি নিয়া সঙ্গে।
করের শ্রীগিরিধারী রাসলীলা নানা রঙ্গে ।।
নানা রাগ-রাগিণীর তিনগ্রাম সপ্তসুর। (শ্রীরূপ)
নানান গীতর লগে বাজের বাদ্য মধুর ।।

৩। তাখিতাতা দ্রিমি ঘিতা তাতা থেই তালে
মধুর নর্তন সুমধুর গীত শ্রীরাসমণ্ডলে ।।
পুলিন বিপিনে এ সুখর রাতি কতো কতো রঙ্গে। (তাখিতাতা)
করের বিলাস শ্যাম নটবরে ব্রজগোপী সঙ্গে ।।
হুনার কেতকী রাই অঙ্গ-কান্তি কতি ঝলকের/কতি চমকের।
থমকে থমকে খঞ্জন জিঙিয়া নাচিরী মধুর ।।

৪। বসন্ত/শরদ যামিনী ব্রজর গোপিনী
অছিহে মগন কতি আনন্দে।
আজি আনন্দর নেয়োছে তুলনা
নাচতারা কত তাল প্রবন্ধে ।।
যমুনার নীল তরল তরঙ্গ
(অছে) জুনাক-মিঙালে শোভা অপার।
কতি ঝলমল ঝলমল শোভা
আহা কতি বলি- হারি শোভার ।।

৫। অপরূপ ললিত ত্রিভঙ্গ।
নবীন মেঘালা- কণ্ডালা শ্রীঅঙ্গ ॥
রুণু রুণু ঝুনু চরণে নূপুর।
বৈজয়ন্তী মালা বক্ষর উপর ॥
ময়ূরর পাখ শিরে ঝলমল।
দ্বিয়ো গণ্ডস্থলে কুণ্ডল চঞ্চল ॥

৬। (কি) মধুর মধুর নবীন কিশোর,
রূপর মাধুরী কতি মনোহর।
নীলুৱা বরণ মেঘালা সমান
বিজুলি সমান অছে পীতাম্বর ॥
নাচের মধুর নবীন নাগর
ব্রজর নাগরী যত নিয়া সঙ্গে।
যন্ত্র-তালে তালে হেলে দুলে দুলে
রাগ-রাগিণীর সুরে নানা রঙ্গে ॥

৭। মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
অধরং মধুরং বদনং মধুরং
তিলকং মধুরং নয়নং মধুরম্।
হসনং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।
নৃত্যং মধুরং গীতং মধুরং
বচনং মধুরং চরিতং মধুরম্।
বসনং মধুরং চলনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।

৮। শ্রীরাসমণ্ডলে যমুনা-পুলিনে,
শ্যাম গিরিধারী ব্রজগোপী সনে,
করের শ্রীরাসলীলা।
সমান বয়স, সমান ভূষণ,
সমান নূপুর, সমান কঙ্কন,
সমান ফুলর মালা।

৯। মধুর শ্রীবৃন্দাবনে বিহরের গিরিধারী।
(চেই) সখিহে সখিহে আজি সঙ্গে নিয়া ব্রজনারী ॥

এককালে একস্থানে চন্দ্র সূর্য অছে শোভা।
শ্রীরাধিকা বনমালী রূপে কতি মনোলোভা ।।

ভঙ্গি

১। নাচের নাগর নাগরী সনে।
করের বিলাস পুলিন বনে ।।

২। শ্রীরাস-মণ্ডলী মাজে ব্রজকুলবতী সঙ্গে।
যমুনা পুলিন বনে বিলাস করের রঙ্গে ।।
নতিনী মণ্ডল মাজে করের বিহার কুঞ্জে
নটরাজ গিরিধারী।
সখি অছি মণিমালা, শ্যাম ইন্দ্রনীলমণি,
হুনার মণি পিয়ারী ।।
সখির পুরার আশা গাননৃত্য আলিঙ্গনে,
আহা কতি বলিহারি।
ঝলমল ঝলমল, আহা কতি ঝলমল,
বৃন্দাবনর মাধুরী ।।
ব্রজনব যুবরাজ ব্রজর যুবতী সঙ্গে।
নটবর গিরিধারী বিলাস করের রঙ্গে ।।
ব্রজরাজ গোপিনীর প্রতি অঙ্গে আভরণ।
ঝলমল ঝলমল করের পুলিন-বন ।।

৩। মধুর নর্তন ভঙ্গিলো নাচের
(লগে) শ্রীরাধা পিয়ারী নিয়া।
অছি চারিবেদে যত ব্রজগোপী
(মধ্যে) যুগল কিশোর নিয়া ।।
গগনর চান লাজে লুকাছেগা
(দ্বিয়ো) বদন-চানদ চেয়া।
যুগল মাধুরী দেহিয়া বিজুরি
লুকাছেগা লাজপেয়া ।।

৪। বিভোর নর্তন-গীতে মিলিয়া ব্রজর গোপিনী।
সপ্তসুরে তাল ধ্বনি সারিগামা পাধানি ধানি ।।

*(ক) সা রে গা মা পা ধা নি সা সা নি ধা পা মা গা রে সা।
সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি ধানিসা।
সানিধা নিধাপা ধাপামা পামাগা মাগারে গারেসা।

(খ) (দ্রুত) সারেগা রেগামা (গামাপা মাপাধা) পাধানি ধানিসা।
সানিধা নিধাপা (ধাপামা পামাগা) মাগারে গারেসা।
[সারেগা রেগামা] [পাধানি ধানিসা]

(গ) সা ধানি সা। সা ধানি সা।
সা সা নিনি ধানা। (সানি) সা সা নিনি ধাধা।
পাপা মামা গাগা রেরে গারেসা।
[ধানিসা]
পাপা মামা গাগা রেরে গারে সা। আ...
[ধানিসা]
সারে সারে গাগা মামা পাপা
ধাধা নিনি ধাধা নিনি সা।
[গাগা রেরে সা]

(ঘ) ধানিনি ধানিনি ধাপা পা ধাপা।
[ধাসা সা ধাসা]
সানি ধানি ধাপা ধাপা পা ধাপা।
[ধাসা সা ধাসা]
সানি ধাপামা, সানি ধাপামা, পামা গারে সা।
সারেগা......মামা গাগা রেরে সা।

(ঙ) সানি সানি ধানি পাধানি সানিধা
[সারেসা]
গাগারে গারেসা গারেসা—গারেসা।
সানি সানি ধানি পাধানি সানিধা
[সারেসা]
গাগারে গারেসা গারেসা—গারেসা।
সারে সারে গাগা মামা পাপা

---

* এগুলি এখানার সপ্তস্বর বহেইতে খানি পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হি নআছে। পরিবর্ধন করেছি ক্ষেত্রত প্রথম বন্ধনীলো দেহাছি; বারো পরিবর্তন করেছি ক্ষেত্রত তলে তলে তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে প্রচলিত স্বর উতা দেছি।

ধাধা নিনি ধাধা নিনি সা।
[গাগা রেরে সা]

(চ) সাসা নিনি ধাধা পাপা মামা গাগা।
[গাগা সাসা নিনি ধাধা]
নিনি ধাধা পাপা মামা। নিনি ধাধা পাপা মামা।
সাসা নিনি ধাধা। (সানি) সাসা নিনি ধাধা।
পাপা মামা গাগা রেরে গারেসা।
[ধানিসা]
পাপা মামা গাগা রেরে গারেসা। আ......
[ধানিসা]
সারে সারে গাগা মামা পাপা
ধাধা নিনি ধাধা নিনি সা।
[গাগা রেরে সা]

(ছ) সানি সানি ধাপা ধাপা মাগা মাগা।
[মাপা মাপা]
মাগারে মাগারে গারে গারেসা।
মাগারে মাগারে গারে গারেসা।
সারে গারেসা। সারে গারেসা।
সারে গামা গারে। সারে গামা পাধা......।
পামা গারেসা।

৫। সপ্তসুর তিনগ্রাম ছয়রাগ ছয়ত্রিশ রাগিণী।
নাচতারা নানাতালে, নানা ভঙ্গি করে,
মণ্ডলী রচিয়া ব্রজগোপিনী (ব্রজগোপিনী)।
মৃদঙ্গ মুরজ বীণা, আর নানা যন্ত্র,
বাজের মধুর মধুর ধ্বনি (মধুর ধ্বনি)।
রুদ্রতাল বিষ্ণুতাল, ব্রহ্ম-ইন্দ্রতাল,
ধরতারা মিলে যত গোপিনী।

৬। (হুনো) পাখোয়াজ বাজের।
ধ্বনি সুমধুর আহের।
ধাধা কিতি ধা, ধুম কিতি ধা,
ধেরে খিতি ধা, দ্রিঘি খিতি ধা,
কতি ভালো ভালো বাজের।

৭। সখির মণ্ডলী মাজে তাথেয়া তাথেয়া বাজের।
কতি ভালো ভালো বাজের,
তাতা থেই ধুমকি ধা মধুর মধুর বাজের।
মৃদঙ্গর তাল বাজের,
নানা মন্ত্র–তালে–তালে, মধুর নর্তন সাজের।

৮। মহ্লার কর্ণাট নাট কেদার।
কামোদ ভৈরবী দেশগ গান্ধার ॥
বসন্ত মালব রামকেলী সুগুজরী।
গৌরী গান্ধারী তোড়ী আশাবরী ॥
মালবী কৌশিকী পালি ললিত সিন্ধুড়া।
নানা রাগিনীর গান অতি মনোহরা ॥

৯। (ঝন) ঝনতা ঝন ঝনতা তাতারে। ত্রেকে তুমনা থেয়া
দ্রিমিকি দ্রিগরা তাতাতা–তা,
দ্রিমিকি দ্রিগরা তাতাতা–তা। তেন্না ও থেয়া...ঝনতা
সাসারে গারে গামা পাধানি সা,
ও... তেন্না তেরেখেটে তেন্না,
ও... তেন্না তেরেখেটে তেন্না। তেন্না ও থেয়া...ঝনতা
সারেরে রেগামা গামাপা ধা,
সারেরে রেগামা গামাপা ধা। তেন্না ও থেয়া ..ঝনতা
সারেরে রেগামা গামাপামা মাগারে,
সারেরে রেগামা গামাপামা মাগারে। তেন্না ও থেয়া ঝনতা

১০। শ্যামল সুন্দর নব জলধর
শ্যামর বাঙেদে রাই পিয়ারী।
কতি অপরূপ যুগল এ রূপ
যেন মেঘালার বুকে বিজুরি ॥
নীলমণি কান্তি জিঙে শ্যাম নটবর।
হুনার কেতকী রাই কতি মনোহর ॥
তমালর তরু নাগর শেখর
রাধিকা হুনার লতা সাজেছে।
তমালর গাছে হুনার লতিকা
বেড়েয়া বেড়েয়া জিরেয়া আছে ॥

১১। শ্রীরাধা মাধব দ্বিয়ো রূপে ভুলের নয়ান।
ঝলমল ঝলমল অছে রূপে কুঞ্জবন ॥

শ্যাম নীলকান্তমণি কাচা হনা শ্রীরাধিকা ॥
শ্যাম নুৱা মেঘমালা রাই বিজুরির রেখা ॥
মুরলী ধরেছে শ্যামে রায়ে নীল থামপাল ।
শ্যাম গলে বনমালা রাই গলে মতিডাল ॥
শ্যামর মোহন চূড়া রাই শিরে কালা বেণী
রূপে রূপে বানাবানি কাচা হনা নীলমণি ॥

১২। শ্যাম নটবর যেন নীলমণি ।
হনার চম্পক রাধা বিনোদিনী ॥
নীলুৱা মেঘাঁলা শ্যাম গিরিধারী ।
বিজুরি-বরণী রাধিকা পিয়ারী ॥

১৩। ব্রজর গোপিনী সঙ্গে রাধা সুবদনী ।
বিহার করিরী রাস সুখদ রজনী ॥
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে নুৱা ফুল বনে ।
শ্রীরাসমণ্ডলী মাজে ব্রজরাজ সনে ।

১৪। ব্রজাঙ্গনা হাবি মিলে রাস খেলতারা ।
কুনোগোই নাচতারা কুনোগোই গেইতারা ॥
গুন গুন কুনো সখি যন্ত্র বাজিতারা ।

১৫। অপরূপ রসময় অপরূপ রাস ।
বলিহারি বলিহারি এ রাস বিলাস ॥

রাধাকৃষ্ণ-নর্তন

১। নৃত্যতি বিপিনে বনমালী
সখিগণ মণ্ডলী সাজি ।
কই কই বাৱত ব্রহ্মবীণা,
কপিলাস মৃদঙ্গ মুরজ,
স্বর মণ্ডল মন্দিরা
সখিগণ গাৱয়ে রসাল ।
বাজে ব্রহ্মতাল ইন্দ্রতাল ।
একতাল প্রথম তাল
নাচত থেই থেই থেই থেই থেই থেই দ্রিগত ।

২। নীলনীরদ-রুচি-তনুবর ত্রিভঙ্গ ।
কটিতটে পীতাম্বর, বাজত মণিনূপুর ।

বাজত সুধা ব্রহ্মতাল প্রবন্ধে।
তা দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি থেই,
তা দ্রিগ দ্রিগ দ্রিগ দ্রিগ থেই,
গুরগুর থেই তাতা থেইয়া থেই,
গুরগুর ঝনতা ঝনতা ঝন,
গুরগুর ঝন ঝন ঝন— কৃত আনন্দ নয়ানে. ।

৩। তাতা তা থেই দ্রিগ থেই তা থেই থেই।
নৃত্য মনোরঞ্জন তাল। ও কি আরে তাতা...
চরণ উপরে সোনার নূপুর বক্ষস্থলে বনমালা।
রুণু পানি নর্তকিনী গো থেই। নৃত্য মনোরঞ্জন তাল ..

৪। মদন মোহন বনমালী
মধুর মুরলী করযুগে লেই
হেলত চলি যাই।
চরণে নূপুর কটিতে কিঙ্কিনী
কিনি কিনি কিনি কিনি মধুর নিনাদ
মৃদঙ্গ বাজত।
তাদৃগ দৃং দৃগ দৃগ দৃং...।

৫। শ্যাম রসময় রাসমণ্ডল-মধ্যে লসত সুভঙ্গিতে।
নৃত্যতি ব্রজনাগর রসসাগর সুখধামা।
ঝমকত মঞ্জীর-চরণ নানা গতি তাল ধারণ।
ধৈরজভয়-হরণ ভুরিভঙ্গিম নিরুপামা।
মস্তক অভিনয় নব শিখি-পিচ্ছ-বলিত বামা।
মঞ্জুবদন কুন্দবদন মধুর-স্মিতজিত-কামা।

৬। নাচিরী শ্রীরাধা সুচন্দ্র-বদনী
রূপে অনুপমা হুনার বরণী ।।
ভুবন-মোহিনী আনন্দ-রূপিণী।
প্রেমে বাহুলিনী গোবিন্দ-মোহিনী ।।

৭। নাচিরী রাধিকা বৃষ- ভানুর নন্দিনী।
শ্রীরাসমণ্ডলে আজি হুনার বরণী ।।
ভুবন-মোহিনী, রূপে নবীন যৌবনী।
(ইন্দুবদনী রাধিকা ইন্দুবদনী রাধিকা)
রূপে অতি অনুপমা গোবিন্দ-মোহিনী ।।

৮। চন্দ্রবদনী নাচিরী, শ্রীরাধিকা রাসেশ্বরী,
তাতা তাতা থেয়া থেয়া দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমিধা।
বৃষভানুর নন্দিনী, কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপিণী,
নাচিরী রাস-মণ্ডলে তাতা থেয়া দ্রিমি দ্রিমি ধা॥

৯। শ্রীনন্দ-নন্দন-লার শ্রীরাধিকা দ্যগো মিলে।
নর্তনে বিভোর আজি মধুর রাস-মণ্ডলে॥
বদনে বদনে চেয়া দ্বিয়ো আতে দুয়ে ধরে।
নাচতারা তালে তালে নানা অঙ্গভঙ্গি করে॥

১০। শ্রীরাধা-মাধব দ্যগি (নাচতারা) পুলিন-বিপিনে।
শ্রীরাস-মণ্ডলে শত- গোপিনীর সনে॥
মেঘালার বুকে যেন খেলার বিজুরি।
ঝলমল ঝলমল রূপর মাধুরী॥

১১। তমালর তরু যেন অছে গিরিধারী।
হুনার কদলী অছে রাধিকা পিয়ারী॥
নর্তন অছেতা যেন পবনে দুলানি।
বচন অছেতা যেন কোকিলর ধ্বনি॥

অন্তর্ধান (শারদ-রাসে)

১। (বলি) রসর সাগরে শ্যাম গোপীগণ-সঙ্গে।
করের শ্রীরাস-কেলি কত কত রঙ্গে॥
প্রেমাবেশে নাগরর পেয়া আলিঙ্গন।
ব্রজগোপী অছি কতি আনন্দে মগন॥
রাধাসঙ্গে রাসে শ্যাম কৈল অন্তর্ধান।
শ্যাম বিনে ব্রজগোপী ব্যাকুল-পরাণ॥

২। (বলি) প্রাণনাথ! হে নাগর! গোপী-প্রাণধন!
বেলেয়া গহন বনে গেলেগা তি কুন স্থানে,
অভাগিনী এ গোপীর হরিয়া জীবন।
মাতো মাতো বৃক্ষলতা কুন পথে গিয়াছেতা
প্রাণনাথ ব্রজগোপী- জীবন-জীবন।

৩। তুলসী মালতী যূথী লবঙ্গ কামিনী!
এ পথে দেহেছো তুমি (গোপীর) পরাণর মণি?
মাতো মাতো চাম্পা তুমি হে মাধবীলতা!
প্রাণবন্ধু এ পথেদে গেলগানা কিতা।

গুণনিধি নীলমণি আছে কুন স্থান?
বন্ধু বিনে শূন্য আজি গোপীর পরাণ।

৪। (বলি) কুঞ্জবনে উচবৃক্ষ ফুল-লতা-পাতা!
নাগেশ্বর কৃষ্ণচূড়া হে অপরাজিতা!
মাতো মাতো হে আমারে মাতো কৃপা করে।
কুন পথে গেলগাতা শ্যাম নটবরে।

৫। (বলি) শ্যাম নটবরে আজি রাধিকার সঙ্গে।
বিলাসের অন্য কুঞ্জে কত রসরঙ্গে॥

৬। (বলি) প্রাণনাথ নটবর! হুনে নিবেদন।
আজি মোরে বৃন্দাবন করা দরশন॥

৭। (বলি) হুনিয়া রাধার কথা মদন-মোহন।
ধরিয়া রাধার আ'তে করের ভ্রমণ॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি-গোবর্ধন।
বংশীবট যমুনার পুলিন-কানন॥

৮। (বলি) হুনে হুনে প্রাণবন্ধু মোর নিবেদন।
পদব্রজে নুব্রারুরি করানি ভ্রমণ॥
না চলের পদ মোর বনে বুলে বুলে।
নেগা মোরে প্রাণনাথ তোর স্কন্ধে তুলে॥

৯। (প্রাণরাধে!) যদি চলে নুব্রারুরী মোর স্কন্ধে কা পিয়ারী!
তিহে রাধা মোর অঙ্গ আধা।
তোর অধীন মি ধনি! ব্রজর হাবিয়ে জানি,
মোর স্কন্ধে কাইতে কি বাধা॥

১০। (বলি) যিতেগা রাধিকা ধনি অয়া আগুৱান।
লীলাময় গোপীনাথ কৈল অন্তর্ধান॥

১১। (বলি) হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ! রাধার পরাণ!
শূন্য বনে থয়া কুরাও কৈলে অন্তর্ধান?
এতা বুলে ধনি রাই ব্যাকুলিত অয়া।
অধোমুখে বনপথে থাইলী বহিয়া॥

১২। (বলি) ব্রজগোপী বুলে বুলে কৃষ্ণ অন্বেষণে।
পেইলা রাধার দেখা গহন কাননে॥
শ্রীরাধারে কলকরে গোপীনীয়ে মিলে।
কাদতারা উচ্চস্বরে 'হাহা নাথ' বুলে॥

১৩। উঠঠেনে ও প্রাণরাধে! মেলিয়া নয়ান।
বদন তুলিয়া চানে, আমারে তি মাতে দেনে,
কই কই প্রাণনাথ গোপীর পয়াণ॥

১৪। (বলি) আহিলু বন্ধুর লগে তুমারে বেলেয়া।
গেলগা কুরাঙ বন্ধু মোরে এরাদিয়া॥
অভাগিনী একাকিনী বনে আছু পড়ে।
এবাকা কিহান গতি মাতো সখি মোরে॥

১৫। (বলি) রাধা-সঙ্গে গোপী হাবি কৃষ্ণ বিছারিয়া।
যিতারাগা 'হাহা কৃষ্ণ' 'হা নাথ' বুলিয়া॥
থানি গিয়া পেইলাগা পথে আছে লেখা।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ-আদি কৃষ্ণ পদ-রেখা॥

১৬। হাহা কৃষ্ণ প্রাণপতি। কুন পথে গেলেগা তি॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ রেখা। আছে পদচিহ্ন লেখা॥
মাতো বৃক্ষ-লতা যত। কই শ্যাম প্রাণকান্ত॥

১৭। (বলি) কৃষ্ণ-পদচিহ্ন-ধূলি শ্রীঅঙ্গে মাখিয়া।
প্রাণনাথ ডাকতারা ঝুরিয়া ঝুরিয়া॥

১৮। আয়ে কৃষ্ণ প্রাণসখা! অভাগীরে দেয়া দেখা॥
হাহা মুরলীবদন! গোপীর পরাণ-ধন!
আর না খেলিহে খেলা। নাদিহে আমারে জ্বালা॥
কাতর অয়া অন্তর ডাহিয়ার হে নাগর!
আছে সাক্ষী কুঞ্জবন। আর চন্দ্র তারাগণ॥

১৯। কিসাদে সহিতু পরাণে?
পরাণ দহের মোর প্রাণবন্ধু বিনে॥
কতনা সাধনা করে বন্ধুরে পাছিলু।
অভাগিনী কর্মদোষে আজি ছাড়া ঐলু॥
প্রাণবন্ধু বিনে প্রাণ দহের দ্বিগুণ।
শূন্য আজি বৃন্দাবন গোপীর জীবন॥
বৃথা এ জীবন-ধন এ নব যৌবন।
যমুনাত ঝম্প দিয়া ত্যাজিঙে জীবন॥

২০। (বলি) গোপীর বিলাপ হুনে মদনমোহন।
সহে নুরারিয়া বৈল আত্মপ্রকাশন॥
রসরাজ মূর্তি শ্যাম মুরলী-বদন।

ঘনশ্যাম বনমালী বঙ্কিম-নয়ন ॥
শ্রীরাধারে নিয়া পুনঃ গোপিনীর সঙ্গে।
রাসকেলি আরম্ভিলো কত কত রঙ্গে ॥

বংশীহরণ (বসন্ত রাসে)

১। চেইতাহে রঙ্গ আজি কতি মনোহারি।
নাগরর বংশিকা নিলোগা নাগরী ॥
শ্যাম তোর বংশিকার আছে গুণ কত।
(তোর) বাশীসুরে ত্রিভুবন করর মোহিত ॥
বাজেইতৌ আজিতো মি এ বংশিকা তোর।
নাদিতৌ নাদিতৌ বাশী শ্যাম সুনাগর ॥
হুনে প্রাণেশ্বরি রাধে মোর এ মিনতি।
বংশিকা দিয়া মোর হাবিতা নেগা তি ॥

২। বাশী দে দে রাধে মোর সরবস্ব-ধন।
বংশিকা হে রাধে মোর প্রাণর সমান ॥

৩। প্রাণনাথ! নাদিতৌ মি আজি বাশী তোরে।
উদাসী করর মোরে এ বাশীর সুরে ॥
বাশী দিলে রাধে তোর থাইতৌ মি অনুগত।
এরে বৃন্দাবন সাক্ষী সাক্ষী বৃক্ষ লতা যত ॥
বাশীগো নেগা হে শ্যাম দিলে কথা মোরে।
আজিতো তি তোর বাশী মোর অধিকারে ॥

ফাগু (বসন্ত রাসে)

১। বৃন্দা বিধুমুখী ফাগুয়া খেলার সময় জানিয়া
ফাগুয়ার চূর্ণ নানা বরণর
অগুরু চন্দন গোলাপ আতর
কুঞ্জ বুজে বুজে খেলার কারণে থদিলো সাজেয়া।

২। সুখে রাধা শ্যাম মদন-মোহনে।
ফাগু খেলা খেলতারা পুলিন-বিপিনে ॥
ব্রজগোপী ফাগু লয়া, পক্ষ পক্ষ অয়া অয়া,
দিতারা অন্যরে অন্যে বদনে বদনে।
অঞ্জলি অঞ্জলি করে, আগোরে আগোই ধরে,
দিতারা ফাগুয়া হিচে আনন্দিত মনে ॥

৩। রাঙা আজি বৃন্দাবন, রাঙা অছে কুঞ্জবন ॥
রাঙা তমালর ডালে, বহেছি রাঙা কোকিলে,
রাঙা কদম্বর তলে রাঙা ময়ূর-নর্তন।
রাঙা গাছে রাঙা ফুল, রাঙা ভ্রমরার কুল
রাঙা সরোবরে রাঙা রাজহংসর খেলন ॥

৪। রাঙা হোলি খেলি আজি খেলতারা পুলিন-বনে।
খেলিরী রাধা পিয়ারী খেলার শ্রীনন্দনন্দনে ॥

৫। মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম-চুরা।
ছিচতারা অঞ্জলি বুজিয়া বুজিয়া ॥
কুনো সখি শ্যাম অঙ্গে, কুনোগো রাধার অঙ্গে,
আনন্দে বিভোর অয়া দিতারা ফাগুরা।
নানা রঙ-পেচকারি, দিতারাতা সুরি সুরি
বসন-ভূষণ রঙে যারগা ভাহিয়া।

৬। কুঙ্কুম চন্দন চুরা অগুরু আর ফাগুরা
অঞ্জলি অঞ্জলি লয়া।
দিতারা শ্যামর অঙ্গে দিতারা রাধার অঙ্গে
রূপর মাধুরী চেয়া।

৭। ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে রাধিকা পিয়ারী।
ফাগুরা খেলিরী লগে গিরিধারী ॥
শ্যাম নীলমণি রাই কাচা হনা।
ফাগু রঙে আজি অছি রাঙা রাঙা ॥

৮। শ্রীরাস মণ্ডলে আজি পক্ষে পক্ষে ফাগু লয়া।
খেলতারা ব্রজগোপী আনন্দে বিভোর অয়া।
রাধা পক্ষে ফাগু লয়া দিতারা কৃষ্ণর পক্ষে। (আনন্দে)
আহা কতি বলিহারি, জয় রাধিকা পিয়ারী,
দিলা ধ্বনি রাধা-পক্ষে।
কৃষ্ণ পক্ষে ফাগু লয়া দিতারা রাধার পক্ষে। (আনন্দে)
আহা কতি বলিহারি জয় শ্যাম গিরিধারী
দিলা ধ্বনি কৃষ্ণ-পক্ষে।

৯। রাই ধনি রাসেশ্বরী,
নাচে নাচে ফাগু দিরী নাগর-বদনে।
মধুর মুরুশি দিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি লয়া

চেয়া চেয়া শ্যাম মুখে
কমলিনী দিরী সুখে বদন-সন্ধানে।
শ্যামে সহে নুরারের, মুখ লুকেয়া ঝাপের
রাই পিছে পিছে অয়া
ফাগু আ'তে লয়া লয়া দিরী ঘনে ঘনে।

১০। রসিক নাগর শ্যাম গিরিধারী
শ্রীরাধিকার বদনে।
অঞ্জলি বুজিয়া করিয়া সন্ধান
দের ফাগু ঘনে ঘনে।
সহে নুরারিয়া রাধা সুবদনী
গোপিনীর পিছে ফিরে ফিরে ধনি
মুখ ঝাপিরী বসনে।

১১। শ্যামর কঠিন রীতি দেহে ব্রজকুলবতী
রুষিয়া দিতারা ফাগু নাগর-বদনে।
পেচকারি রাঙা রাঙা ফাগু গুড়া রাঙা রাঙা
দিতারা অঞ্জলি বুজে ঘনে ঘনে ঘনে॥
রাই পক্ষে ব্রজনারী দেহে শ্যাম গিরিধারী
পলানির পথ চার বিভুলাগো অয়া।
দেহিয়া শ্যামর গতি যত ব্রজকুলবতী
শ্যামরে দিতারা বাধা পথে আগুরেয়া॥

১২। খেলাত হারিয়া শ্যাম পলানির পথ চার।
চারিবেদে ব্রজগোপী যানার পথ নাপার॥

১৩। বাছা বাছা সুনাগর।
না পলেয়ে চেইকেনে তোর চাতুরি এবার॥
হাবি গোপী-মাজে কালা কিতা করবে একেলা?
চতুরর শিরোমনি ছি ছি তি লাজ নাপার!
বস্ত্রহরণর কথা, পাহুরে নারেছি উতা,
আজি হুজিতাঙে হাবি কুরাঙে লুকানি চার?

১৪। (শ্যাম নাগর)
কুরাঙ তি যেইবেগা! কুরাঙ লুকেইবেগা!
বাছা বাছা বংশীধারী। বাছা বাছা গিরিধারী॥
বহুদিনে আজি রাতি। গোপী-আ'তে পড়তে তি॥

১৫। মধুর মুরুশি দিয়া রাধিকা সুন্দরী।
শ্যামর বদন চেয়া ফাগুৱা হিচিরী ॥
আ'তে আ'তে ধরে রাই আনন্দিত মনে।
নানা রঙ্গে নানা ফাগু দিরী ঘনে ঘনে ॥

১৬। গোপিনী-হাবিয়ে মিলে দিতারাতা জয়-ধ্বনি ॥
জয় হে শ্রীরাসেশ্বরী জয় বৃন্দাবনেশ্বরী,
জয় জয় রাধারাণী ॥
আগোরে আগোই চেয়া মধুর মুকশি দিয়া
অঞ্জলি অঞ্জলি লয়া।
ধ্বনি দিয়া পুনঃ পুনঃ দিতারাতা ঘন ঘন
শ্যামর অঙ্গে ফাগুৱা ॥

১৭। জয় শ্রীরাধা মাধব আজি বৃন্দাবনে।
খেলতারা ফাগু খেলা নিকুঞ্জ-কাননে ॥
ফাগুৱার রঙে রঙে কত কত রঙ্গে।
খেলতারা রাধা-শ্যাম গোপিনীর সঙ্গে ॥

মান (বসন্ত-রাসে)

১। চেই চেই প্রিয়সখি। চেই কত রঙ্গে।
নর্তন করের শ্যামে চন্দ্রাবলী-সঙ্গে ॥
শ্যাম-গলে ফুলমালা দিলো কত সুখে।
কর্পূর তাম্বুল দিলো নটবর-মুখে ॥
কিসাদে সহিতু সখি! এরে অপমান?
যমুনার জলে গিয়া দিতৌগা পরাণ ॥

২। সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি,
তারে না দেখিয়া কৃষ্ণ ব্যাকুল শ্রীহরি ॥

৩। (বলি) মাতো সখি! প্রাণরাধা আছে কুন স্থান।
রাধা না দেখিয়া মোর ব্যাকুল পরাণ ॥
রাধা মোর পঞ্চপ্রাণ রাধা মোর মালা।
রাধাবিনে বৃথা মোর বৃন্দাবন লীলা ॥

৪। হুনেহে মাধব শ্যাম ওরে মান করে।
রাধা বিনোদিনী আছে কুঞ্জর ভিতরে॥
আমার সঙ্গে তি আয়া ব্রজকুল পতি!
রাধা মান করে ভঙ্গ করিয়া মিনতি॥

৫। সখি-সঙ্গে সঙ্গে শাম যারগা নাগরে।
রাধা-মান ভঞ্জনে কুঞ্জে ধীরে ধীরে॥

৬। আহিয়া রাধার কুঞ্জে শ্যাম নটবরে।
মাতের মধুর কথা করযোড় করে॥
প্রাণপ্রিয়ে রাধে! তিহে মোর পঞ্চপ্রাণ।
মোরে কৃপা করে সখি! নাকরিহে মান॥

৭। (বলি) কৃষ্ণর করুণ-বাণী না হুনিয়া বিনোদিনী
অধোমুখে থাইলী বহিয়া।
গোপিনীয়ে ধীরে ধীরে মাততারা করযোড়ে
শ্রীরাধারে মিনতি করিয়া॥

৮। (বলি) হুনে রাধে কমলিনী! এরা দেহে মান।
তোর কাজে অছে শ্যাম ব্যাকুল-পরাণ॥

৯। হুনে হুনে সখি! রাধে কমলিনী!
ত্যাজিয়া এ মান উঠে হে মানিনী!
তোর মান কাজে জগতর হরি।
ভুমে লুটে আছে চাতাহে পিয়ারী॥

১০। মান এরা দেনে রাধে হে মানিনী!
ধুলিত লুটের চাতা কমলিনী!
জগতর ধন গোপিনীর মণি॥
রাধে তোর যেগো পরাণ-পরাণ।
তার লগে কিয়া এতো অভিমান॥
চাতা সখি! ভুমে গড়াগড়ি দের।
শ্যাম দুঃখ চেয়া পরাণ ফাটের॥

১১। মান বেলা কমলিনী। লহে তোর চিন্তামণি।
যার নাঙে হে পিয়ারী। অছে শিব জটাধারী॥
যে নাঙে নারদ ঋষি। এলা দের দিবানিশি॥
জগত-দুর্লভ হরি। ভুমে দের গড়াগড়ি॥
সখি! দুঃখ দেখে তার ধৈরজ না থার আর॥

১২। (বলি) কৃষ্ণর দেহিয়া দশা দুঃখিত অন্তরে।
শ্রীরাধিকা কমলিনী নিন্দিলো নিজরে॥
মান এরাদিয়া পুনঃ আনন্দিত মনে।
আরম্ভিলো রাসনৃত্য শ্রীকৃষ্ণর সনে॥

যুগল-রূপ বর্ণন ঃ শুক-শারী দ্বন্দ্ব

১। শ্রীরাধাগোবিন্দ রূপ কতি মনোহারী!
রূপে ঝলমল অঙ্গ আহা বলিহারি!
নীলমণি-কান্তি শ্যাম রাই কাচা হুনা।
অপরূপ এ রূপর নেয়োছে তুলনা॥

২। শুক-শারী গেইতারা বহিয়া আম্রর ডালে।
যুগলর গুণগান জয় রাধা কৃষ্ণ বুলে॥
শুকই মাতের জয় কৃষ্ণ গিরিধারী।
শারীয়ে মাতিরী জয় রাধিকা পিয়ারী॥

৩। শুকই মাতের হুনে শারী—
(মোর) মদন মোহন কৃষ্ণ রসরাজ গিরিধারী।
নীলমণি-কান্তি জিঙে কতি শ্যামর মাধুরী!
শারীয়ে মাতিরী হুনে শুক—
শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী রাধা মহাভাব-স্বরূপিণী
আহা কতি বলিহারি কাচা হুনার বরণী!

৪। হুনে শারী! মোর কথা (মোর) মদন মোহন—
সপ্তদিন গোবর্ধন করিয়া ধারণ।
রক্ষা করেছিল ব্রজ- বাসীর জীবন॥
হুনে শুক হে অবোধ! (মোর) রাধা বিনোদিনী—
সর্বশক্তি-স্বরূপিণী জগত-ধারিণী।
গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণর শক্তি-সঞ্চারিণী॥

৫। হুনে শারী অবোধিনী (মোর) শ্রীকৃষ্ণর গুণ—
(তার) বাশীর সুরে মোহিত করের ভুবন।
কালিন্দী-যমুনা-জল বহের উজান॥

শুনে শুক হে অবোধ ! (মোর) শ্রীরাধার গুণ—
রাধা নাঙে বাশী-সুরে মোহের ভুবন।
বাশীর রাধা নাঙে যমুনা উজান ।।

উপসংহার

১। সুখর এ যামিনী—
সঙ্গে নিয়া যত ব্রজর কামিনী,
শ্যাম নটবরে বিহার করের।
করতালি ঘনে সঘনে বাজের ।।
নর্তনর তালে নানান যন্ত্রর।
গীত-বাদ্য-সুর আহের মধুর ।।

২। ধীর সমীরে যমুনার তীরে
নাচতারা ব্রজগোপী নানা তাল ধরে।
শ্রীরাধিকা বনমালী শ্যাম নিয়া সঙ্গে।
তালে তালে এলা সুরে নানাবিধ রঙ্গে ।।

৩। কালিন্দী পুলিন-বনে রূপে রূপে ঝলমল।
ভাগ্যবতী শ্রীযমুনা পুলিনে রাসমণ্ডল ।।
নবহে নবহে নব নিত্য নব বৃন্দাবনে।
নিত্য নব নব খেলা শ্রীগোবিন্দ শ্যাম সনে ।।
নবীন কেশর জিঙে নব রাধা সুকুমারী।
নব মেঘমালা জিঙে নটবর গিরিধারী ।।

৪। (বলি) নর্তনর অবসানে শ্যাম নটবরে,
গেলগা গোপীর সঙ্গে যমুনার পারে।
যমুনার জলে শ্যাম ব্রজগোপী সঙ্গে,
জলকেলি কৈলো সুখে নানাবিধ রঙ্গে।
জলকেলি অবসানে নিকুঞ্জর বনে,
বিশ্রাম কৈলোগা সুখে ফুলর আসনে।
মাঙেদে গোপীর মণি রাধা বিনোদিনী।
চারিবেদে বেড়ি দিলা ব্রজর গোপিনী।

৫। রতিখেলা-অবসানে বহিলা ফুল--আসনে
সখিয়ে বেড়িয়া দুয়োজনে।
সেবাপরা সখিগণে প্রেমানন্দে জনে জনে
করতারা সেবা সুযতনে ॥
কুনো সখি নাচতারা, কুনো সখি গেইতারা,
দিতারা কস্তুরিকা চন্দন।
গিথিয়া মালতী মালা দ্বিয়োগিরে সাজাদিলা,
পিধাদিলা অঙ্গর ভূষণ ॥
কর্পূর তাম্বুল বিড়া মুখ-কমলে দিতারা
কুনো সখি চামর-ব্যজন।
নয়নে বহেয়া রাধা কুনো সখি করতারা
মৃদু মৃদু পাদ-সম্বাহন ॥

৬। জয় যুগল কিশোর।
আরতিলো ব্রজনারী আনন্দে বিভোর ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা-বীণা বেণু আর করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনি কতিয়ো রসাল ॥

ভুবন মোহন রূপ কতি ঝলমল।
ভাবে চলচল অঙ্গ নয়ন সজল ॥
মধুর মলয়া বৌৱে ভ্রমরার এলা।
ময়ূর-ময়ূরী অছি নাচিয়া বিভোলা ॥

ললিতা বিশাখা দ্বাগি দিতারা কস্তুরী।
ফুলে ফুলে সাজাদিরী শ্রীবৃন্দা চাতুরী ॥
চামরে ব্যজন দিরী শ্রীরূপ মঞ্জরী।
মাগিরী চরণ সেবা নবীন মঞ্জরী ॥

৭। এ জীবন-ধন পুষ্পাঞ্জলি করে
সমর্পিলু যুগল-চরণে।
করুণা করিয়া থদে রাঙা পদে
জন্মে জন্মে জীবনে মরণে ॥
জয়হে মাধব গোপী-প্রাণধন
কৃপা করে অধীন এ জনে।
যুগল সেবার করিয়া সঙ্গিনী
থদে মোরে নিত্য বৃন্দাবনে ॥

৮। শ্রীরাধা গোবিন্দ ! মোরে   করুণা করিয়ো।
রাতুল চরণে মোরে   বাধিয়া থদিয়ো ।।
চিন্তামণিময় নিত্য   নব বৃন্দাবনে,
দিব্যগন্ধে আমোদিত   নিকুঞ্জ-কাননে,
বহেয়া যুগল রূপ   ফুলর আসনে,
মৃদু মৃদু সম্বাহন   করতৌ চরণে।
'জয় রাধে প্রেমময়ী'   'জয় কৃষ্ণ' বুলে,
ধুৱাদিতৌ রাঙাপদ   নয়ানর জলে।

৯। জয় জয় রাধে,   কৃষ্ণ গোবিন্দ,
রাধিকা পিয়ারী   বৃন্দাবনে-চান্দ।
করের বিলাস   শ্যাম নটবরে,
ব্রজগোপী-লগে   নিকুঞ্জ-মন্দিরে।

১০। নিকুঞ্জর বনে আজি   আনন্দ অপার।
রাধা-শ্যাম-গোপিনীর   রাসর বিহার ।।
শুক-শারী-কোকিলর   সুমধুর ধ্বনি।
আহের বেলী-মিঙাল,   যারগা রজনী।
তরুলতা ব্রজবাসী   আজি বৃন্দাবনে,
জাগিলা উঠিয়া হাবি   নিশি-অবসানে

১১। (বলি) হুনো হুনো ব্রজনারী !   এ মোর বচন।
আহের মুঙেদে, চেই   বেলীর কিরণ ।।
অতএব প্রাণসখি !   চলো ত্বরা করে,
রাতি ফুৱানির আগে   নিজ নিজ ঘরে।

১২। নামাতি নামাতি নাথ !   নামাতি আমারে।
ফিরিয়া না যিতাঙাই   আর পাপ-ঘরে ।।
এ সুখ-সাগর-মাজে   করিয়া মগন,
নিতি নিতি দে আমারে   রস-আস্বাদন।
এ সুখ বেলিয়া ঘরে   যিতাঙগা কিসাদে !
আত্মা সমর্পিলু রাঙা   যুগল শ্রীপদে।

১৩। বিদায় মাগিয়া তবে   বিষণ্ণ অন্তরে,
গেলাগা ব্রজর গোপী   নিজ নিজ ঘরে।

অনুশীলনী

'ৰাসলীলা'ৰ কুন এলাত কুন প্রচলিত এলাৰ সুর অনুশীলন কৰানি অছে—
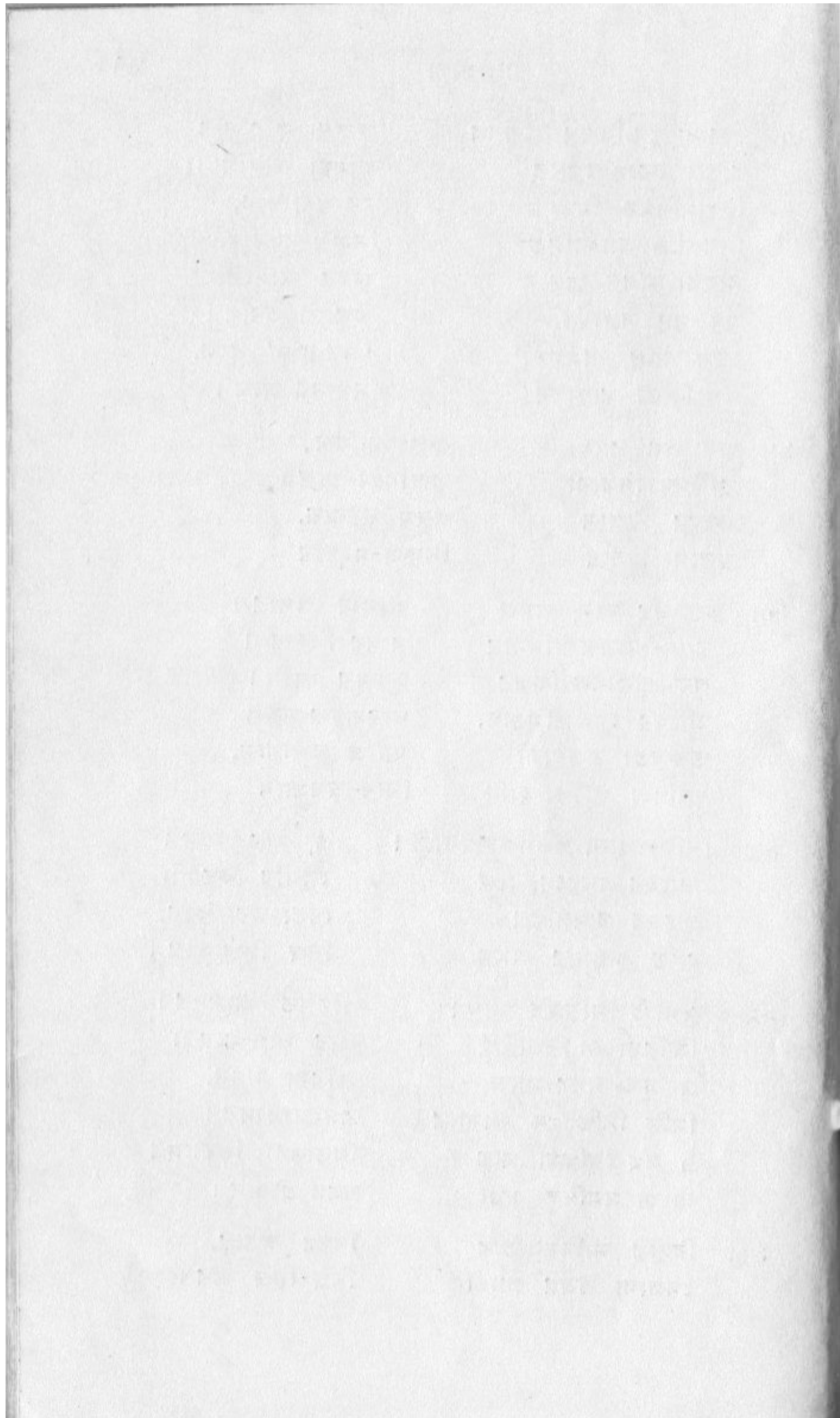
এলাৰ ক্রম-সংখ্যা		অনুশীলিত এলাৰ প্রথম পঙ্‌ক্তি
বন্দনা ঃ	২	গুরুদেব দয়া কর...
	৩	কৃতাঞ্জলি করি...
অবতরণিকা ঃ	১	ব্রজবৃন্দাবন নিকুঞ্জ-কানন
	২	কি মাধুরী বৃন্দাবনে...
	৩	কুসুমিত শেফালিকা...
	৫	বৃন্দাবন শোভা ..
	৬	মালতী মল্লিকা ..
	৭	শীতল শ্রীবৃন্দাবন...
বৃন্দার নিকুঞ্জ-সাজন ঃ	১	আজু নিশি বৃন্দাবন...
	২	বৃন্দাদেবী আইলা...
	৪	বৃন্দা বিপিনে প্রবেশিল ..
	৫	জাতি যূথী মাধবী...
	৯	বনদেবী বৃন্দে
শ্রীকৃষ্ণ-অভিসার ঃ	১	আজুহে নাগর শ্যাম...
	২	বৃন্দাবন-মাঝে...
	৫	নব কাননে নব নাগর ..
	৬	শ্যামসুন্দর রসিক নাগর...
	৯	কিনি কিনি বাজে...
	১০	নাচে তালে নন্দ দুলাল...
	১১	ঝন্ ঝন্ পদযুগে...
	১৩	চরণ-কমল সোনার নূপুর...
	১৪	ঐছন চলতহি...
বংশী-অনুরাগ ঃ	১	মধুর মুরলী বাজে ..
	২	মুরলী বাজিল মধুর...

৪ শরদ যামিনী বরজ কামিনী
৫ অভিনব জলধর...
৬ কি মধুর মধুর নবীন...
৮ যমুনা পুলিনে শ্রীরাসমণ্ডলে...
৯ মধুর শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করে...

ভঙ্গি : ১ নাচত নাগর...
৪ নাচত গাবত...
৭ শোনো সখিগণ ! বাজে তাতা থেইয়া
১১ শ্রীরাধামাধব দুহু যুগল রূপ...
১২ শ্যামের সঙ্গিনী রঙ্গিনী...
১৩ কতহুঁ গোপিনী সঙ্গে...
১৪ মিলি সব ব্রজাঙ্গনা...

রাধা-কৃষ্ণ-নর্তন ঃ ৬ নাচত শ্রীরাধা চন্দ্রবদনী...
৭ নৃত্যতি রাধা আজু...
৮ চন্দ্রবদনী নাচত দেখি...
১০ শ্রীরাধামাধব দুহু নৃত্যতি...
১১ তমালের তরু যেন...

অন্তর্ধান : ৮ শোনো প্রাণবন্ধু, করি নিবেদন...
৯ (রাই) যদিগো চলিতে নার...
১৩ উঠরে... ও রাধে...
১৬ হায়রে পরাণ সখি...
১৮ আইস কৃষ্ণ প্রাণসখা...
১৯ কতই জ্বালা সহিব...

বংশীহরণ : ১ হা দেখ রঙ্গ...
২ রাধে দেও দেও...

ফাগু : ২ সুখে রাধাশ্যাম ফাগু রস...
৩ রাঙা ময়ূর নাচে...
৪ রাঙা হো হো হোলি...
৫ মৃগমদ চন্দন আর কুঙ্কুম...
৬ চুবা চন্দন আবির...
৭ সঙ্গে ব্রজাঙ্গনা নবল কিশোর
৮ সরূপ-নিজগণ...

	৯	রাই কিশোরী দেই ফাগু
	১০	রসিক নাগর কালা…
	১১	শ্যামের কঠিন ভাব হেরিয়া…
	১৩	রাখ রাখ নাগর কালা…
	১৪	শ্যাম নাগর ! কি করিবে…
	১৫	হাসি হাসি সুন্দরী করে কর…
	১৬	সকল সঙ্গিনী মেলি…
	১৭	জয় রাধা মাধব…
মান :	১	হের সখি…
	৫	সখি সঙ্গে চলে শ্যাম…
	৯	মান ভুজঙ্গিনী রাধে…
	১০	মান ক্ষমা দে…
	১১	মান তেজ কমলিনী…
যুগল-রূপ-বর্ণন :	১	রাধা গোবিন্দ রূপ কিদিব…
	২	ডালে বসি শুক-শারী জয় জয় রাধা
উপসংহার :	১	সুখময় যামিনী, বিহরই রে…
	২	ধীর-সমীরে যমুনাক তীরে…
	৫	রতিরণ-অবসানে…
	৭	এই পুষ্পাঞ্জলি মনোবাঞ্ছা…
	১০	বিহরত নিধুবনে…
	১২	না বল না বল বন্ধু…

———